কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 04 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

কর্মচারী নিয়োগ দিয়েই কেটে পড়েছেন উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার

মো. আরিফুল হক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ▷

প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তিন শতাধিক কর্মচারী নিয়োগ দিয়েই প্রতিষ্ঠান ছাড়লেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক। প্রায় এক বছর ধরে বিভিন্ন হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৩০৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যদিও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল ২৮৭ জনের জন্য। নিয়োগের ফল প্রকাশের আগেই ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকুল হক, রেজিস্ট্রার আবদুল খালেক এবং এডিশনাল রেজিস্ট্রার ইউসুফ আলী মণ্ডল। রেজিস্ট্রার ও এডিশনাল রেজিস্ট্রারের বাসভবনের প্রধান ফটকে ভাঙচুর করা হয়েছে। নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়ে কিছু লোক এ হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ অভিযোগ করেছে, অর্থের বিনিময়ে জামায়াত-বিএনপির লোকও

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

বাকৃবি

- রেজিস্ট্রার ও এডিশনাল রেজিস্ট্রারের বাসভবনে ভাঙচুর
- উপদেষ্টার কার্যালয়ে ছাত্রলীগের তালা

কর্মচারী নিয়োগ দিয়েই

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টার কার্যালয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে এবং কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেয় ছাত্রলীগ। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন বিভাগে গেলেও জমা নেওয়া হয়নি তাদের নিয়োগপত্র। এ নিয়োগ ঘিরে চরম অন্তর্কোন্দলে জড়িয়ে, পড়েছেন আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকরা। আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের অনেক সদস্য উপাচার্যকে ওই নিয়োগ দিতে নিষেধ করেছিলেন বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, বিতর্কিত ওই নিয়োগের বিরুদ্ধে ফোরামের বেশির ভাগ সদস্যের শিক্ষকের অবস্থান ছিল। তদুপরি উপাচার্য নিয়োগ সম্পন্ন করলেন।

জানা যায়, গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৩০৮ জনকে নিয়োগপত্র দিয়েছে। নিয়োগপত্র ক্যাম্পাসের পোস্ট অফিস থেকে ছাড়ার নিয়ম থাকলেও তা না করে ছাড়া হয় নান্দাইলের একটি পোস্ট অফিস থেকে। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিয়োগপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে গেলেও তাঁদের যোগদান করতে দেননি অনেক বিভাগীয় প্রধান। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কৃষিতত্ত্ব বিভাগে নতুন নিয়োগ দেওয়া সাতজনকে যোগদানের অনুমতি দেননি বিভাগীয় প্রধান। একইভাবে পোলট্রি বিজ্ঞান বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ এবং শাহজালাল হলে ঝাড়ুদার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যোগদান করতে দেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মোদক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি তো লোকবল প্রয়োজন বলে প্রশাসনকে জানাইনি। তার পরও আমার বিভাগে একজনকে পাঠানো হয়েছে। আমার এই মুহূর্তে কোনো লোকের প্রয়োজন নেই, তাই আমি তাঁকে যোগদান করাইনি।'

'প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলাম, টাকা দিতে পারি নাই তাই চাকরিও পাই নাই' : এদিকে দীর্ঘ দিন ধরে এডহক ভিত্তিতে ও মাস্টাররোলে চাকরিরত অনেকে ওইসব পদে স্থায়ী নিয়োগ পেতে আবেদন করেও বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁরা এখন চরম ক্ষুব্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন অফিসে ১২ বছর ধরে মাস্টাররোলে কর্মরত শাহরিয়ার রুবেল বলেন, 'আমি নিরাপত্তা রক্ষী পদে আবেদন করেছিলাম। নিয়োগ পরীক্ষায় আমাদের শুধু দৌড় প্রতিযোগিতা করানো হয়েছিল। দৌড়ে ৬২০ জনের মধ্যে আমি প্রথম হয়েছিলাম। তার পরও আমি চাকরি পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এডহক ও মাস্টাররোলে কর্মরত যাঁরা টাকা দিয়েছেন, তাঁরাই শুধু চাকরি পেয়েছেন। আমি টাকা দিতে পারি নাই, তাই চাকরিও পাই নাই।'

নিয়োগবঞ্চিত আরেক কর্মচারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এক বাড়ির চার-পাঁচজনের চাকরি হয়েছে। একেকজনের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে পাঁচ-আট লাখ টাকা। এদিকে টাকা দিয়েও চাকরি না পাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রেজিস্ট্রার ও এডিশনাল রেজিস্ট্রারের বাসার ফটকে ভাঙচুর : জানা যায়, গত সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কয়েকজন লোক পাঁচটি মোটরসাইকেলযোগে রেজিস্ট্রার আবদুল খালেক ও এডিশনাল রেজিস্ট্রার ইউসুফ আলী মণ্ডলের বাসভবনের সামনে গিয়ে প্রধান ফটকে ভাঙচুর করে। ওই সময় নিয়োগ না দেওয়ায় ওই দুই কর্মকর্তাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। নিয়োগবঞ্চিত কিছু লোক এ হামলা চালায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি।

রেজিস্ট্রারের দপ্তরে দরজায় লাথি : এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে জামায়াত-বিএনপির লোকজনকেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদ জানাতে গতকাল সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে রেজিস্ট্রারের দপ্তরে যান ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মী। ওই সময় রেজিস্ট্রারের কক্ষে তালা ঝুলানো দেখে দরজায় লাথি মারতে থাকেন তাঁরা। রেজিস্ট্রার দপ্তরের অন্যান্য কক্ষের দরজায়ও লাথি মারতে থাকলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। পরে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা চলে গেলে নিরাপত্তাহীনতার কারণে প্রশাসন ভবনের কর্মরত সবাই বেরিয়ে চলে যান। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আবার প্রশাসন ভবনে যান ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। প্রথমে পুলিশ তাদের বাধা দিলেও পরে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়ে উপাচার্যের কার্যালয়ে যান তাঁরা। উপাচার্য না থাকায় দুপুর ১টার দিকে ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা। এসব বিষয়ে জানার জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকুল হক ও রেজিস্ট্রার আবদুল খালেকের মোবাইল ফোনে গতকাল কয়েকবার কল করা হলেও সংযোগ বন্ধ পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মুর্শেদুজ্জামান খান বাবুর ফোনে কয়েকবার চেষ্টা করে তাঁকেও পাওয়া যায়নি।